অনীক

সমাজবিপ্লবে সশস্ত্র সংগ্রামের ভূমিকা ও আজকের ভারত

সুকান্ত রায়

মার্কসবাদের মর্মবস্তুকে আক্রমণ করার জন্য দুটি বিষয়কে বিশেষভাবে বেছে নেবার চল মার্কসবাদের জন্ম থেকেই চলে আসছে। তার একটি হলো সর্বহারার একনায়কতন্ত্রর ধারণা, আর একটি হলো সশস্ত্র সংগ্রামের অপরিহার্যতার ধারণা। আমরা এখানে দ্বিতীয়টি নিয়ে আলোচনা করবো। যখন এবং যে পরিমাণে মার্কসবাদ শ্রমিকশ্রেণীর বাস্তব সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যখন এবং যে পরিমাণে ফলিত সমাজতন্ত্র বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে, যখন এবং যে পরিমাণে মার্কসবাদ চর্চা দৈনন্দিন অনুশীলন বর্জিত পাঠগৃহের গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে তখন ঠিক সেই পরিমাণে মার্কসবাদকে সংশোধনের প্রবণতা বেড়েছে এবং এই প্রবণতার প্রথম বলি হয়েছে সশস্ত্র সংগ্রামের ধারণাটি। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর কালে বিশ্ব পুঁজিবাদ যখন বেশ খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং দেশে দেশে শ্রমিক-আন্দোলন সাময়িকভাবে পিছু হঠেছে তখনই ক্রুশচভের হাত ধরে আধুনিক সংশোধনবাদ জন্ম নেয়। কমঃ মাও-এর নেতৃত্বে যদিও তার বিরুদ্ধে এক মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, তা বেশির ভাগ দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে সমাবেশিত করতে পারে নি। তার পর তো চীনেই সংশোধনবাদ বিজয় অর্জন করলো। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক অধোগতি অব্যাহত রয়েছে। এই শূন্যতায় মার্কসবাদের বিকৃতিসাধনও অব্যাহত রয়েছে। তবে তার রূপ পাল্টিয়েছে। সংশোধনবাদকেও পরিশীলিত করা হচ্ছে। বর্তমানে এর একটি চালু রূপ হচ্ছে ক্রুশ্চেভীয় শান্তিপূর্ণ উত্তরণের তত্ত্বকে আপাতভাবে বর্জন করে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের অপরিহার্যতাকে নানাভাবে পরিমিত করা, এর অমোঘতাকে পরিস্থিতি সাপেক্ষ করে তোলা এবং অস্ত্রের ব্যবহারকে পূজ্যবস্তু (fetish) না করে তোলার অজুহাতে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নটিকে নানাভাবে লঘু করে রাখা। আমাদের দেশে সিপিআই(এম) ষাটের দশকে এই ভঙ্গিতে সশস্ত্র বিপ্লবের তত্ত্বকে পাশ কাটাতে শুরু করেছিল। আজ অবশ্য তাদের আসল রূপ প্রকটভাবে বেরিয়ে পড়েছে। তারা নিজেরাও বুঝেছে তাদের বিগত অর্ধশতাব্দীর অনুশীলনকে কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে আর ঢাকা যাবে না। এই কৌশলটি আজ প্রয়োগ করছে সিপিআই(এম) এর প্রতি সমালোচনাশীল প্রাক্তন বা বর্তমান কিছু সিপিআই এম, কিছু প্রাক্তন কমিউনিস্ট বিপ্লবী, আর কিছু আরাম-কেদারায় আসীন বুদ্ধিজীবী যার মধ্যে উত্তর আধুনিকদের একটা অংশও পড়ে।

মার্কসবাদকে যাঁরা মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেছেন, মার্কসবাদকে যাঁরা আপ্তবাক্য হিসেবে না দেখে কাজের দিশারি হিসেবে দেখতে চায়, যাঁদের মধ্যে যুক্তি ও বিচার আছে তারা যখন একটি অত্যন্ত সরল সত্যকে বুঝতে না পারেন বা না চান তখন বুঝতে হবে হয় তাঁরা অসৎ নয়তো তাঁদের অপ্রলেতারীয় দৃষ্টিভঙ্গিই সত্যকে বুঝতে বাধা সৃষ্টি করছে। কিন্তু কারণ যাই হোক ফল তো একই। আর তা হলো বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। যে সব "সম্ভ্রান্ত" মার্কসবাদীরা সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নটিকে তরল করে দিতে আগ্রহী তাঁদের অনেকেই আবার "উন্নততর বৌদ্ধিক উৎকর্ষ" জাহির করার জন্য মার্কস ও এঙ্গেলস্-এ ফিরে যেতে চান, যেন মার্কস-এঙ্গেলস্ এই প্রশ্নে অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। আর লেনিন বা মাও সেতুঙ সে তুলনায় অনেক বেশি গোঁড়ামির পরিচয় দিয়েছেন এবং বাস্তব কাজের সুবিধাজনক মীমাংসার জন্য মার্কসবাদকে প্রয়োগমুখী করে প্রকারান্তরে বিকৃতই করেছেন।

আমরা আলোচনায় সুবিধার জন্য লেনিন ও মাও সেতুঙ দিয়েই শুরু করবো এবং পরে দেখাবো তাঁদের সশস্ত্র সংগ্রাম সংক্রান্ত ধারণার জনক হচ্ছেন মার্কস-এঙ্গেলসই— আর কেউ নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নটি নিয়ে ব্যাপক চর্চা এঙ্গেলসই করেছেন, তবে তাঁর সমস্ত বক্তব্যের অংশীদার ছিলেন মার্কস এবং তাঁরা দু'জন মিলেই এ সংক্রান্ত ধারণাগুলি সৃষ্টি করেছেন।

লেনিনের অসংখ্য লেখায় ছড়িয়ে রয়েছে একদিকে সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে তত্ত্বায়ন, অন্য দিকে বাস্তব লড়াই-এর বহুবিধ প্রকরণ। পৃথিবীর প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার হিসেবে এবিষয়টিতে তাঁকে গভীর মনোযোগ দিতে হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এটিই যে একমাত্র পথ সে সম্পর্কে তাঁর অনুমাত্র দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। *রাষ্ট্র ও বিপ্লব* গ্রন্থে তিনি যখন বলেন, "শুধুমাত্র সহিংস বিপ্লব ছাড়াই নয়, শাসক শ্রেণীর সৃষ্ট রাষ্ট্র ক্ষমতার যন্ত্রটিকে ধ্বংস ছাড়া নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তি অসম্ভব", অথবা "মার্কস ও এঙ্গেলস-এর সমগ্র তত্ত্বের একেবারে মূলে রয়েছে এই কথা যে ব্যাপক জনগণকে ধারাবাহিকভাবে বোঝাতে হবে এই বিষয়টি, সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে সহিংস বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি"। লেনিনের 'গেরিলা যুদ্ধ' শীর্ষক প্রবন্ধটি সশস্ত্র সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা, এর প্রকারভেদ এবং এটি ব্যবহারের বহুবিচিত্র পদ্ধতির উপর এক চিত্তাকর্ষক পর্যালোচনা। এই প্রবন্ধটির পুরোটাই উদ্ধৃতিযোগ্য, আমরা শুধু দু-একটি এখানে তুলে ধরবো।

"একজন মার্কসবাদী সাধারণভাবে গৃহযুদ্ধকে বা এরই একটি রূপ গেরিলাযুদ্ধকে অস্বাভাবিক বা নীতিভ্রষ্টতা হিসেবে গণ্য করতে পারেন না। —'একজন শ্রেণী সংগ্রামের উপর নিজেকে স্থাপনা করেন, সামাজিক শান্তির উপর নয়। তীব্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের কিছু নির্দিষ্ট কালপর্বে এই শ্রেণী সংগ্রাম প্রত্যক্ষ গৃহযুদ্ধে পরিণত হয় অর্থাৎ জনগণের দুটি অংশের মধ্যে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়।সেই সব সময়ে একজন মার্কসবাদী গৃহযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য। মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে কোন নীতি বিষয়ক নিন্দাবাদ একেবারেই অনুমোদনযোগ্য নয়।"

"সমাজগণতন্ত্রীদের অবশ্যই তাঁদের সংগঠনকে এমনভাবে প্রশিক্ষিত ও প্রস্তুত করতে হবে যাতে তাঁরা একটি যোদ্ধৃপক্ষ হিসেবে ক্রিয়া করতে পারে, যাঁরা শত্রুর শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য একটি সুযোগও হাতছাড়া করে না।"

"গেরিলা-এ্যাকশন আন্দোলনকে বিশৃঙ্খল করে না, বরং ঐ সব এ্যাকশনকে *নিজের নিয়ন্ত্রণে* আনতে অক্ষম একটি পার্টির দুর্বলতাই আন্দোলনকে বিশৃঙ্খল করে।... যে কোন যুদ্ধেরই সামরিক কার্যকলাপ তার বাহিনীকে কিছুটা পরিমাণে বিশৃঙ্খল করে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে যুদ্ধ করা বন্ধ করতে হবে। এর অর্থ যুদ্ধ করা *শিখতে হবে*। এই হচ্ছে শেষ কথা।"

বিপ্লবী যুদ্ধের অনিবার্যতা মাও সেতুঙের ভাষায় এইভাবে এসেছে—"...শ্রেণীসমাজে বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে অনিবার্য এবং ... এগুলি ছাড়া সমাজ-বিকাশে কোন উল্লম্ফন ঘটানো এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীগুলিকে উৎখাত করা এবং জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা অসম্ভব। বিপ্লবী যুদ্ধের ইতিহাসে মাও সেতুঙ পরিচালিত চীন বিপ্লব এক অক্ষয় স্থান দখল করে আছে এবং মাও সেতুঙের সামরিক রচনাবলী চিরায়ত মার্কসীয় সাহিত্যের মর্যাদা পেয়ে গেছে। তাই এ সম্পর্কে বেশি কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না।

যে এঙ্গেলসকে ভরসা করে অতিপরিশীলিত সংশোধন-বাদীরা সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাকে লঘু করে দেখতে চায় এবার তাঁর কথায় আসা যাক। ১৮৪৭ সালের 'সাম্যবাদের নীতিমালা' থেকে শুরু করে ১৮৯৫ এ লেখা মার্কস-এর 'ফ্রান্সের শ্রেণী সংগ্রাম'-এর ভূমিকা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় জুড়ে এঙ্গেলস-এর সামরিক চিন্তার বিবর্তন এক চমৎকার গবেষণার বিষয়। এ নিয়ে বিদেশে প্রচুর কাজ হলেও আমাদের দেশে এঙ্গেলস এক ঋষি-সুলভ জ্ঞানী পুরুষের ভাবমূর্তি নিয়েই

হাজির, যার সঙ্গে অস্ত্রের ঝনঝনানির কোন সম্পর্ক নেই। অনেকেই এটা ভুলে যান যে এঙ্গেলসের জীবন একজন পেশাদার যোদ্ধা হিসেবেই শুরু হয়েছিল। ১৮৪১-১৮৪২ সালে বার্লিনে প্রুশীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সদস্য হিসাবে তাঁর যোদ্ধার জীবন শুরু হলেও ১৮৪৮-১৮৪৯-এ তিনি জার্মানির বিপ্লবীদের খাতায় যোদ্ধা হিসেবে নাম লিখিয়েছিলেন, প্রথমে তাঁর নিজ শহর এলবারফেল্ডে, পরে বাদেনের অভ্যুত্থানকারী সেনাবাহিনীতে। প্রুশীয় আক্রমণের মুখে অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে যেতে হয়। তাঁর এই যোদ্ধা প্রেক্ষাপটের কারণে মার্কস-এর পরিবার তাঁকে 'জেনারাল' আখ্যা দেয় এবং তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলিতে এই নামেই তিনি বন্ধুমহলে পরিচিত ছিলেন। এঙ্গেলস-এর সামরিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, এঙ্গেলস-এর সামরিক চিন্তার উপরই যাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ বই আছে, সেই কর্নেল ও অধ্যাপক জেসুদা ওয়ালেচ লিখেছেন, ''এঙ্গেলস-এর সামরিক রচনাবলী এখনও সামগ্রিকভাবে অধ্যয়ন করা হয় নি। কিন্তু সেগুলি যুদ্ধ-বিজ্ঞানের সমস্ত দিক নিয়েই পর্যালোচনা করেছে। সংগঠন ও যুদ্ধাস্ত্র সংক্রান্ত প্রশ্নে, শিল্প-বিপ্লবের পর্যায় জুড়ে যুদ্ধ-বিদ্যার বিবর্তন, আন্তর্জাতিক রাজনীতির সামরিক দিকসমূহ, রণনীতি ও রণকৌশল এবং কম্যান্ড ও সেনাধিপতিদের গুণাবলী—এ সমস্ত বিষয় নিয়েই তিনি লিখেছেন'' (*ইন্টারন্যাশনাল সোশালিজম জার্নাল*, শীত ২০০২ সংখ্যা)। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে 'সাম্যবাদের নীতিমালা' থেকে শুরু করে 'ফ্রান্সের শ্রেণী সংগ্রাম'-এর ভূমিকা পর্যন্ত সমস্ত লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে সশস্ত্র সংগ্রামের অপরিহার্যতার কথা, সমস্ত লেখায় পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর সামরিক প্রবণতা। কিন্তু তাঁর লেখায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যা একজন পূর্ণাঙ্গ মার্কসবাদী হিসেবে তাঁর শক্তিরই পরিচায়ক। অথচ এই দুটি ইতিবাচক দিককেই তৎকালীন আইনি মার্কসবাদীরা ব্যবহার করেছেন তাকে শান্তিপূর্ণ পথের প্রবক্তা হিসেবে উপস্থিত করতে। তার একটি হলো ক্রমপরিবর্তনশীল বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁর সামরিক চিন্তার বিবর্তন আর অন্যটি হলো বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী পার্লামেন্ট বহির্ভূত কাজের সঙ্গে পার্লামেন্টীয় কাজের সংমিশ্রণ। দ্বিতীয় বিষয়টি যেন লেনিনের '*বামপন্থী কমিউনিজম—শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা*'-রই পূর্বসূরী।

১৮৪৭-এ প্রশ্নোত্তরে সাম্যবাদের নীতিমালার বিবৃতিটিই হচ্ছে এঙ্গেলসের সারাজীবনের পোষিত বিপ্লবী প্রত্যয়ের ঘোষণাঃ

প্রঃ শান্তিপূর্ণ উপায়ে কি ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সম্ভব?

উঃ এটি খুবই কাঙ্খিত হতো যদি এটা সত্যই ঘটতো এবং কমিউনিস্টরা কোন মতেই এতে বাধা দিত না... কিন্তু তাঁরা এটাও দেখেন যে প্রতিটি সভ্য দেশে সর্বহারার বিকাশ বলপূর্বক দমিত হচ্ছে এবং এইভাবে কমিউনিস্ট-বিরোধীরাই তাদের সর্বশক্তি দিয়ে একটি বিপ্লব গড়ে তোলার অভিমুখে কাজ করে যাচ্ছে।

১৮৪৮-এর জুনে প্যারিসের ধ্বংসলীলার পর অভ্যুত্থানের রণনীতি সম্পর্কে এঙ্গেলস্-এর ধারণায় পরিবর্তন এসেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল বুর্জোয়াদের সেনাবাহিনীকে নিরপেক্ষ করতে না পারলে সমাজবিপ্লব সফল করা সম্ভব হবে না (*জার্মানীতে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব*)। তিনি তখন এই আশা পোষণ করতেন যে বুর্জোয়ারা দেশের বাইরে যুদ্ধে লিপ্ত হলে নিজ দেশে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং বিপ্লবীরা সেই সুযোগ গ্রহণ করবেন। কিন্তু ১৮৭১ এর ফ্র্যাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ এবং প্যারী কমিউনের পতনের পর তিনি বুর্জোয়া সেনাবাহিনীকে ভিতর থেকে ধ্বংস করার রণনীতির পক্ষে ঝুঁকে পড়লেন। '*এ্যান্টি ড্যুরিং*', গ্রন্থে এই ভাবনার প্রকাশ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সেখানে তিনি বলেন ব্যাপক সামরিকীকরণ একদিকে যেমন বুর্জোয়াদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে অন্য দিকে সর্বাত্মক বাধ্যতা-মূলক সেনাবাহিনীতে যোগদান ব্যাপক মানুষকে অস্ত্রের ব্যবহারে দক্ষ করে তুলছে। এইভাবে একটা সময় আসবে যখন সশস্ত্র সেই সাধারণ মানুষ কমান্ডারদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করবে। তার নিজের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সমরবাদ এইভাবে নিজের ধ্বংস ডেকে আনবে। এই সময় থেকেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করা এঙ্গেলস্-এর রণনীতিতে বিপ্লবের বিজয়ের জন্য অপরিহার্য বিবেচিত হলো। আর এই সময় থেকেই এই লক্ষ্যে পরিস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে, আইনি সুবিধাগুলির সদ্ব্যবহার করে, রাজনৈতিক প্রচারভিযান ও রাজনৈতিক অন্যান্য ক্রিয়াকলাপকে তীব্র করার কথা বললেন। এইভাবে তিনি সেনাবাহিনীতে সমাজ-তান্ত্রিকদের প্রভাব বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দেন। পরবর্তীকালে লেনিন ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এই পদ্ধতিই গ্রহণ করেছিলো।

এঙ্গেলস-এর বিপ্লবী রণনীতির এই মূলসূত্রটিকে মাথায় না রাখলে তাঁর শেষ জীবনের লেখাগুলি (যেগুলি আবার ভয়ানক-ভাবে কাটাছাঁটা ও বিকৃত করা হয়েছে) ভুলভাবে ব্যাখ্যা করার অবকাশ থেকে যায়। আর ঠিক সেটিই করেছিল ফিশার, লিবনেক্ট আর বার্নস্টাইনরা, এটাই করছে বর্তমানের নাকউঁচু বুদ্ধিজীবীরা।

এঙ্গেলস-এর যে দুটি লেখাকে শোধনাবাদীরা কাজে লাগাবার চেষ্টা করে তা হলো ১৮৯৫ সালে লেখা মার্কস্-এর *ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ*-র ভূমিকা এবং একই সময় লেখা *জার্মানিতে সমাজতন্ত্র*। ঐ সময়ের পরিস্থিতি ছিল একদিকে রাইখস্ট্যাগ সমাজতন্ত্র বিরোধী এক নতুন আইন আনার চেষ্টা করছে এবং একটি সামরিক অভ্যুত্থানেরও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, অন্য দিকে সমাজতন্ত্রীরা একটি সংঘর্ষের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতিহীন। সেনাবাহিনীতে যথেষ্ট প্রভাব সমাজতন্ত্রীরা তখনও ছড়াতে পারে নি। এ রকম একটি সময়েই তিনি আইনি পদ্ধতির পূর্ণ ব্যবহার, নির্বাচনের ব্যবহার এবং সামরিকভাবে স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখার সংগ্রামের উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু এর কোনটির দ্বারাই তিনি বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে প্রতিস্থাপিত করেন নি, বরং তিনি এগুলিকে ঐ নির্ধারক সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবেই দেখেছেন। একদিকে তিনি নির্বাচনী সমস্যাগুলোকে তুলে ধরছেন, অন্য দিকে 'শকট্রুপ'-কে শেষ যুদ্ধ শুরু করার জন্য মজুত রাখতে বলছেন। যে অনুচ্ছেদটি প্রয়োজনীয় কাটছাঁট করে লিবনেক্ট ব্যবহার করেছেন এবং তার জন্য এঙ্গেলস্ দ্বারা তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছেন তার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি—যাতে আইনি ও বে-আইনি সংগ্রামের দ্বান্দ্বিকতাটি চমৎকার পরিস্ফুট হয়েছে—

''সর্বত্রই নির্বাচনকে ব্যবহার করার জার্মান উদাহরণ, সম্ভাব্য সকল পদগুলি দখল করার উদাহরণকে অনুকরণ করা হচ্ছে। ... যতদিন না এই বৃদ্ধি সরকারি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের বাইরে বলে যায় ততদিন তাকে অব্যাহত রাখতে *প্রতিদিন বেড়ে চলা 'শকট্রুপ'-কে সম্মুখ সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্থ করা চলবে না। নির্ধারক সময় আসা পর্যন্ত তাকে অটুট রাখতে হবে*। সেটাই আমাদের মূল্য কর্তব্য।'' (*ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ*-র ভূমিকা)। (জোর আমাদের)

এটা থেকে স্পষ্ট হয় এঙ্গেলস-এর নির্ধারক সংগ্রামের সেই সঙ্কটমুহূর্তের জন্য এই সব আইনি কার্যকলাপ একটি দীর্ঘ ধৈর্যশীল প্রস্তুতি ছাড়া কিছু নয়, যাতে করে ক্ষমতার ভারসাম্যে তুলনামূলক ভাবে ভাল অবস্থানে পৌঁছনো যায়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রচিত 'বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব' প্রবন্ধে লিখিত এঙ্গেলস-এর সতর্কবাণীর সঙ্গে এই রণনীতি খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ ঃ ''তুমি যে খেলা খেলছো তার ফলাফল হজম করার মতো প্রস্তুতি না থাকলে অভ্যুত্থান নিয়ে খেলা করো না।... দ্বিতীয়ত, একবার অভ্যুত্থানের পথ ধরলে চূড়ান্ত সংকল্প নিয়ে কাজ করো এবং আক্রমণাত্মক থাকো। প্রতিটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কাছে রক্ষণাত্মক পদ্ধতি মৃত্যু সমান।'' সংক্ষেপে এই হলো সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে ''ঋষি-সুলভ'' এঙ্গেলস্-এর মনোভাব। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নটি যাঁরা নানাভাবে পাশ কাটাতে চান তাঁদের শেষ আশ্রয় এঙ্গেলস তাঁদের স্বস্তি দিতে অপারগ, কারণ প্রস্তুতির পর্বে হরেক নমনীয়, আইনি পার্লামেন্টীয় পদ্ধতি ব্যবহারের কথা বললেও তিনি শেষ লক্ষ্যে অবিচল—আর তা হলো সশস্ত্র অভ্যুত্থান মারফত ক্ষমতা দখল।

সশস্ত্র সংগ্রাম দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রশ্নটির মতোই মার্কসবাদের এক অপরিহার্য অঙ্গ। যাঁরা এ বিষয়টি জোরেসোরে উপস্থাপন করেন তাঁরা অবশ্যই আমাদের মনোযোগ দাবি করেন, কারণ তাঁরা মার্কসবাদের অন্যতম নির্ধারক বিষয়টি তাঁদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই নিরিখে আমাদের দেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) অবশ্যই একেবারে সামনের সারিতে আছে। কোন সন্দেহ নেই যে আজকের দুনিয়ায় যখন ভদ্র, শান্ত আত্মতৃপ্ত, পোষ মানা প্রাণ সংশোধনবাদীরা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দিয়ে কমিউনিজমের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করছে, তখন

তার বিপরীতে মাওবাদীদের আত্মত্যাগ, সাহস ও প্রত্যয়ের যে উদাহরণ তৈরী করছে তা যে কোন কমিউনিষ্ট কর্মীর কাছে অনুকরণযোগ্য। এই পর্যন্ত তাঁরা এঙ্গেলসের একটি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এঙ্গেলসের অপর শিক্ষা— সময়, পরিস্থিতি, বিষয়ীগত প্রস্তুতি, বিষয়গত অবস্থার পরিপক্কতা এগুলির সঠিক মূল্যায়ন না করেই রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধঘোষণা করার অর্থ এঙ্গেলস-এর ভাষায়—"তোমার বিরুদ্ধে যে শক্তি উপস্থিত,তার সংগঠন, শৃঙ্খলা এবং মজ্জগত কর্তৃত্বের সুবিধা আছে; যদি তুমি তার বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিকূলতা সৃষ্টি করতে না পারো, তুমি পরাজিত এবং ধ্বংস হবে।" (বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব) সশস্ত্র সংগ্রামের অপরিহার্যতা এবং তাকে প্রয়োগ করার জন্য পরিস্থিতির সঠিক বিচার—এ দুই-এ মিলে যে সত্য তৈরী হয় তা-ই মার্কসবাদী। একে খন্ডিত করলে এর কোন অংশই আর পৃথক ভাবে মার্কসবাদী সত্য থাকে না। হয় তা দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদ, নয়তো অতিবাম হঠকারিতা। এই দু'ধরণের প্রবণতার বাহকদের মধ্যে বিপ্লবী হিসেবে বিস্তর তফাৎ থাকলেও বিপ্লব সংগঠিত করার পরিপ্রেক্ষিতে দুইই সমান ক্ষতিকর। কীভাবে এই দ্বিতীয় ভুলটির পুনরাবৃত্তি করে সিপিআই (মাওবাদী) ভারতীয় বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অপারগ হচ্ছে এবং বিশাল ক্ষয়ক্ষতির দিকে নিজেদের সংগঠনকে ঠেলে দিচ্ছে তাই আমরা এবার দেখবো।

একেবারে প্রথম কথা হচ্ছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি ঘোষিত যুদ্ধ চালাতে গেলে যে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রয়োজন সেটি কি ভারতে গড়ে উঠেছে? অর্থাৎ ভারতে একটি প্রকৃত কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে উঠেছে কিনা তা আমাদের বিচার করতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্য পৃথিবীতে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা হয়ে থাকলেও আজও পর্যন্ত লেনিনের পার্টি গড়ে তোলার মডেলটি সর্বজনগ্রাহ্য থেকে গেছে। এই মডেলটি আরও গ্রহণযোগ্য হয়েছে এই কারণে যে যেদুটি দেশে (রাশিয়া ও চীন) এটি অনুসৃত হয়েছে সে দুটি দেশেই সফল বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। এই মডেলটির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—যে শ্রেণীর নেতৃত্বে একটি দেশে বিপ্লব সংগঠিত হবে সেই শ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা—যা প্রতিফলিত হয় সেই শ্রেণীর জাগরণের মধ্যে—তাকে পার্টিগঠনের একটি পূর্বসর্ত হিসাবে বিবেচনা করা। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে শ্রেণীটির ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব একটি কমিউনিস্ট পার্টির জন্মকে সম্ভব করে তোলে সেই শ্রেণীটির দ্বারা পরিচালিত শ্রেণী সংগ্রাম, গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম তার জাগরণ যদি কোন সমাজে অনুপস্থিত থাকে তবে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার বাতাবরণ সৃষ্টি হয় না। যে সব পশ্চাদপদ দেশে শ্রমিক শ্রেণী সংখ্যাগতভাবেই নগণ্য (যেমন বর্তমান নেপালে) সেখানেও কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে উঠতে পারে, তবে শ্রমিক শ্রেণীর অনুপস্থিতিকে একটি গুরুতর দুর্বলতা হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণের সঙ্গে পেশাদার কমিউনিষ্ট কর্মীদের দ্বারা শ্রেণীর আগুয়ান অংশকে সমাজগণতন্ত্রী চেতনায় নিষিক্ত করায় যে সংশ্লেষ সৃষ্টি হয় তাইই পার্টি গঠনের ভিত্তিভূমি তৈরী করে। পার্টি গঠনের এই ধারনাটিই তৃতীয় আন্তর্জাতিক গ্রহণ করে এবং কমঃ মাও তাঁর নিজ দেশে এই ধারনাটিই অনুসরণ করেন। হো কান চি যেমন "আধুনিক চীন বিপ্লবের ইতিহাস" গ্রন্থে লেখেন—"৪ঠা মে আন্দোলনের সময় শ্রমিকদের বিরাট রাজনৈতিক ধর্মঘট চৈনিক জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের জয়লাভকে ত্বরান্বিত করে। চীনা শ্রমিকশ্রেণী বিরাট শক্তি প্রদর্শন করতে শুরু করে। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে পারে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রামে পরিচালিত করতে পারে এমন রাজনৈতিক পার্টির প্রয়োজনীয়তা তখনই অনুভুত হয়। বিষয়টিকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সঙ্গে চীনে শ্রমিক শ্রেণীর দ্রুত একাত্মতা হিসাবেই ব্যাখ্যা করা যায় এবং তত্বের সঙ্গে আন্দোলনের এই অভিন্নতার দরুন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার শ্রেণী ভিত্তি রচিত হয়।" ১৯২০-র দশকে ভারতের থেকে অনেক পশ্চাৎপদ চীন দেশে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের যে সূত্রকে অনুসরণ করা হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের, বিশেষ করে সি পি আই(এম-এল) গঠনের সময় তা মোটেই অনুসৃত হয় নি। এই মৌলিক দুর্বলতা নিয়ে যে পার্টি গঠিত হলো তাকে প্রকৃত কমিউনিষ্ট পার্টি কীভাবে বলা যায়? দুর্বল মতাদর্শগত ভিত্তি পার্টিকে বারে বারে দক্ষিণ বা বাম বিচ্যুতির পাঁকে নিমজ্জিত করে এবং বর্তমানে আমাদের আলোচ্য সি পি আই(মাওবাদী)-ও জন্মসূত্রেই এই দুর্বলতা নিয়ে গড়ে উঠেছে। শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী অংশকে পার্টিতে নিয়ে আসা, পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী পেশাদার বিপ্লবীদের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা সঞ্চার করার দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং এই দুই কাজকে সম্পন্ন করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে পার্টিগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে কাজকে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া—এগুলি পার্টি গঠিত হবার পরেও শুরু করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশের বিপ্লবী কমিউনিষ্ট আন্দোলন পার্টি-গঠনের আগে বা পরে কখনই এই কাজটিকে হাতে নেয় নি, এর প্রয়োজনীয়তা ও অনুভব করেনি। এক নড়বড়ে মতাদর্শর উপর গড়ে ওঠা পার্টির পক্ষে ভারতের মতো দেশে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো কি অসম্ভব কথা নয়?

বিপ্লবের সাফল্যের জন্য ভিন্ন যাদু অস্ত্রের প্রথমটির অবস্থা আমরা দেখলাম। এবার দ্বিতীয়টি অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের কথায় আসা যাক। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠতে পারে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে। এই সূত্রায়ণে যদি আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস রাখি তবে তো বলতেই হয় যে এ দেশে যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠার মত কোন পরিস্থিতিই আসে নি। কারণ সর্বহারা শ্রেণী শ্রেণীচেতনা সম্পন্ন কোন শক্তি হিসাবেই গড়ে ওঠে নি। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখনও শোধনবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলির ছত্রছায়ায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গণ্ডীর মধ্যে আটকে রয়েছে। সাধারণভাবে শ্রেণী সংগ্রামেরই কোন তীব্রতা সমাজে বিদ্যমান নয়, তাই শ্রমিক আন্দোলনও স্তিমিত অবস্থায় রয়েছে। এরকম অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণী কি শ্রেণী সচেতন হয়ে যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব করতে পারে? কেউ যদি মনে করে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী অংশের পার্টি কমিউনিস্ট পার্টিই শ্রেণীর হয়ে এই কাজটি করবে তবে সেটি ভিন্ন কথা। এ ধারণাটির আমরা অংশীদার নই।

ভারতীয় বিপ্লবের বিষয়ীগত প্রস্তুতির প্রথম দুটি শর্তের এই অবস্থায় যখন পিপলস্ লিবারেশন গেরিলা আর্মির ঘোষণা করা হয় তখন সেটি কি নেহাৎ যান্ত্রিকতা নয়? 'নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব'-এর নেতৃত্বদায়ী শ্রেণীটি যখন চূড়ান্ত অসংগঠিত তখন বিপ্লবের ফৌজ বানিয়ে ফেলা কি একটি বিপজ্জনক অনুশীলন নয়? এই বিপ্লবী যুদ্ধে যদি শ্রমিকশ্রেণীর বদলে মধ্যবিত্ত বা কৃষক সম্প্রদায় থেকে আসা নেতা ও কর্মীরা নেতৃত্ব দেয়, তা কি মর্মান্তিক হঠকারী এ্যাকশনের ঝোঁক বাড়াবে না? এইভাবে বিপ্লব কি বিপথগামী হবে না?

এবার বিপ্লবী পরিস্থিতির প্রসঙ্গে আসা যাক। বিপ্লবের জন্য পরিস্থিতি কখন পরিপক্ক হয়েছে এ সম্পর্কে লেনিনের '*বামপন্থী কমিউনিজম*' গ্রন্থে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। "বিপ্লব সফল হতে হলে এটা অবশ্য প্রয়োজন যে শোষকশ্রেণী আর আগের মতন বাঁচতে পারছে না, পুরনো কায়দায় শাসন চালাতে পারছে না। '*নিম্নশ্রেণীরা*' যখন পুরনো আমলকে আর চায় না এবং উচ্চশ্রেণীরা যখন পুরনো কায়দায় আর চলতে পারে না—একমাত্র তখনই বিপ্লব জয়লাভ করে। এই সত্যটা অন্যভাবেও প্রকাশ করা চলে ঃ (শোষক আর শোষিত উভয়কেই আঘাত করে) সারা দেশব্যাপী এমন সংকট ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব। এ থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে বিপ্লবের সাফল্যের জন্য অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় অবস্থানগুলি এই—প্রথমত, অধিকাংশ শ্রমিককে (অন্ততপক্ষে অধিকাংশ শ্রেণী সচেতন, চিন্তাশীল রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় শ্রমিককে) সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হবে যে বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে এবং এ জন্য তাদের জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকতে হবে; দ্বিতীয়ত, শাসকশ্রেণী গভর্নমেন্ট সংক্রান্ত সংকটের মধ্যে জড়িয়ে পড়ায় জনসাধারণের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ অংশও রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে...।" এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি দেবার প্রলোভন সম্বরণ করা গেল না এই কারণে যে বিপ্লবী পরিস্থিতি সম্পর্কে লেনিনের এই বক্তব্য "সমস্ত বিপ্লব" সম্পর্কে, কেবল মাত্র অগ্রসর দেশের জন্য নয়। তাই লেনিনের মত যদি অনুসরণ করতে হয় তবে এই শর্তগুলি ভারতীয় বিপ্লব সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। আশা করি পাঠকেরা নিজেরাই বিচার করতে পারবেন উপরোক্ত শর্তগুলি ভারতে এই মুহূর্তে বিদ্যমান কিনা।

কিন্তু কেউ বিতর্ক তুলতেই পারেন যে লেনিন দিয়ে ভারতীয় বিপ্লবকে বিচার করা যাবে না, কারণ পশ্চাৎপদ দেশে যেখানে 'দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ' ও "ঘাঁটি এলাকা" গড়া হচ্ছে বিপ্লবের মূল পথ তাকে বুঝতে মাও সেতুঙ-এর সাহায্য লাগবে। কারণ এই ধরনের বিপ্লবের প্রকরণ মাও-এরই উদ্ভাবনা। আমরা তাই

এবার মাও-এর সাহায্য নেবো। 'চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিকে থাকতে পারে' নামক প্রবন্ধে মাও বলছেন, ''যে হেতু সর্বহারা শ্রেণী ১৯২৬-২৭-এর বিপ্লবে, যে বিপ্লব কোয়াং-তুং থেকে শুরু করে ইয়াংসি নদী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল তাতে দৃঢ় নেতৃত্ব প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তাই নেতৃত্ব দখল করে নিয়েছিল মুৎসুদ্দি ও জমিদার শ্রেণী এবং প্রতিবিপ্লব বিপ্লবকে প্রতিস্থাপিত করেছিল।'' দেখা যাচ্ছে চীনেও সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নটি নির্ণায়ক ছিল। ঐ একই প্রবন্ধে লাল রাজনৈতিক প্রশ্নটি নির্ণায়ক ছিল। ঐ প্রবন্ধে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব ও টিকে থাকার কারণ বলতে গিয়ে তিনি প্রথমেই বলেছেন এটি ''একটি অস্বাভাবিক বা বিরল ঘটনা'' (Unusual Phenomenon)। এটি কী করে টিকে থাকতে পারে তার মূল যে দুটি কারণ বলেছেন তার প্রথমটি হচ্ছে ''একটি এলাকাভিত্তিক কৃষি-অর্থনীতি (ঐক্যবদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থনীতি নয়)'' আর অন্যটি হচ্ছে—''বিভক্ত করে শোষণ করার উদ্দেশ্যে প্রভাবাধীন এলাকাগুলিকে ভাগ করে নেবার সাম্রাজ্যবাদী পলিসি।'' আর যে এলাকায় এ ''বিরল ঘটনা'' ঘটতে পেরেছিল তার ইতিহাস কী? মাও সেতুঙ লিখছেন, ''যে সব অঞ্চলে চীনের লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রথম গড়ে উঠেছে এবং তা দীর্ঘ দিন টিকে থাকতে পারে সেগুলি... হুনান, কোয়াংটুং, হুপে, এবং কিয়াংসির মত প্রদেশ যেখানে ১৯২৬ এবং ২৭ সালে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যরা বিরাট সংখ্যায় জ্বলে উঠেছিল। এই সব প্রদেশের বহু অংশে ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতিগুলি ব্যাপক মাত্রায় গড়ে উঠেছিল এবং জমিদার ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায় বহু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়েছিল।'' এর পর মাও যুক্ত করেন— ''ছোট ছোট এলাকায় জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকে থাকতে পারে কিনা তা নির্ভর করে দেশব্যাপী বিপ্লবী পরিস্থিতির বিকাশ ঘটে চলেছে কিনা তার উপর... বস্তুত পক্ষে মুৎসুদ্দি ও জমিদারদের বাহিনীর মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ভাঙ্গন এবং যুদ্ধগুলির সাথে সাথে চীনের বিপ্লবী পরিস্থিতি ক্রমবিকাশমান রয়েছে'।'' আবার এক দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করলাম এই জন্য যে পাঠকেরা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে আমাদের দেশে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ ও সশস্ত্র সংগ্রামের নামে যা চলছে তা মাও-এর শিক্ষার প্রায় বিপরীত। এমতাবস্থায় সিপিআই(মাওবাদী)-র উচিত রাজনৈতিকভাবে এটি প্রতিষ্ঠিত করা যে আজকের সময়ে মাও অচল হয়ে গেছে, মাও-সূত্রায়নকে নাকচ করে নতুন সময়ে নতুনভাবে ভারতীয় বিপ্লবের জন্য সূত্রায়ন প্রয়োজন। এটি একটি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি (approach) হতেই পারে। কিন্তু তারা কি তাই বলছেন? মাও-এর নাম করেই কি মাও-এর বিরোধিতা করা হচ্ছে না?

একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতির বিচারের ক্ষেত্রে আরও একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তা হচ্ছে সমগ্র দুনিয়ায় সমাজতন্ত্রের অধোগমন। সমস্ত দেশে শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে অপসারিত, বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরীক্ষিত পার্টিগুলির বুর্জোয়াপার্টিতে পরিণত হয়ে যাওয়া, বিশ্ব জুড়ে চিন্তাশীল মানুষদের মধ্যে মার্কসবাদ সম্বন্ধে সংশয় ও দ্বিধাগ্রস্ততা মার্কসীয় তত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন ও পুনঃসূত্রায়নকে জরুরি করে তুলেছে, মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশ-সাধনকে আশু কর্তব্যে পরিণত করেছে। গভীর অনুশীলন সহযোগে এই কর্তব্যটি পালন না করে, এই মর্মে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা না করে কেবলমাত্র শত্রুর সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের একমাত্রিকতায় সমস্ত পেশাদারিত্ব, আত্মত্যাগ ও বীরত্বকে নিয়োজিত করা আসলে শ্রেণী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার বদলে ক্ষতিগ্রস্তই করে। মার্কসবাদকে তত্ত্ব ও প্রয়োগের আন্তঃসম্পর্কে না দেখলে, বিষয়গত ও বিষয়ীগত উপাদানের বস্তুনিষ্ঠ বিচার বিশ্লেষণ না করলে, সংগ্রামের সশস্ত্র ও আইনি রূপকে যথাযথ সমন্বিত না করতে পারলে এঙ্গেলসের সশস্ত্র সংগ্রাম সংক্রান্ত শিক্ষা একচক্ষু দানবে পরিণত হবে। ভারতীয় বিপ্লবের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম যেমন অপরিহার্য তেমনি অপরিহার্য পরিস্থিতির সঠিক বিচার বিশ্লেষণ ও তদনুযায়ী রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ।

একেবারে শেষে একটি কথা বলা দরকার। ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটানোর জন্য ভারতে পরিস্থিতি পরিপক্ব হয় নি এমন একটি বিবৃতির মধ্যে দক্ষিণপন্থী প্রবণতার বীজ লুক্কায়িত থাকার প্রভূত সম্ভাবনা আছে,যেহেতু আজকের ভারতে তো বটেই, সমগ্র পৃথিবীতেই দক্ষিণপন্থা ও প্রতিক্রিয়ার শক্তি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এবং জনগণের উপর তাদের মতাদর্শ প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে, বিষময় প্রভাব ছড়িয়ে যাচ্ছে।সে ব্যাপারে সব সময়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে ভারতে গণতন্ত্রের পরিসর সংকীর্ণ। তাই গৃহযুদ্ধ শুরু হবার আগে প্রতিনিয়ত যে শ্রেণী সংগ্রাম বহমান থাকে সেখানে যোগ্য ভূমিকা রাখতে গেলে আন্দোলনকারীদের পক্ষে সাংবিধানিক গন্ডীর মধ্যে খুব বেশি আবদ্ধ থাকা সম্ভব হবে না। শুধু গণআন্দোলনকে টিকিয়ে রাখার জন্যই এখানে খণ্ডিত ও আংশিক সশস্ত্র সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠবে। অসম বিকাশের মাত্রা এ দেশে এতই বেশি যে একই সময়ে কোথাও চলবে মসৃণ আইনি আন্দোলন, কোথাও চলবে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। ভারতীয় বিপ্লব অনিবার্যভাবেই সশস্ত্র পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে একথা যারা বিশ্বাস করেন তাদের পক্ষে মতাদর্শগত সাংগঠনিক ও টেকনিক্যাল শিক্ষার সূতিকাগৃহ এই চলমান সংঘর্ষগুলিই।

অনীক

জুলাই : ২০১০